

১। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক কে ছিলেন?

- (ক) আ. স. ম আব্দুর রব
- (খ) তোফায়েল আহমেদ*
- (গ) নূরে আলম সিদ্দিকী
- (ঘ) রাশেদ খান মেনন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে।
- এর আহবায়ক ছিলে তৎকালীন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ।
- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাসহ আরো কয়েকটি দাবি নিয়ে এগার দফা দাবি পেশ করে।
- এগার দফার মধ্যে এগার দাবি ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল রাজবন্দীদের মুক্তি।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

২। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক এগার দফার প্রথম দফা কি ছিল?

- (ক) জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলকরন*
- (খ) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
- (গ) সকল রাজবন্দীর মুক্তি
- (ঘ) পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।
- বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাস্তবায়নসহ আরো কিছু দাবি নিয়ে তারা এগার দফা কর্মসূচি পেশ করে।
- এগার দফার প্রথম দাবি ছিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট অর্থাৎ হামিদুর রহমান কমিশন বাতিলকরণ।
- এগার দফার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল:
 - * সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ (২নং দফা)।
 - * ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান (৩নং দফা)।
 - * আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত সকল রাজবন্দীদের মুক্তি (১১ নং দফা)।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৩। ১৯৬৯ সালে গঠিত 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদে' কতটি রাজনৈতিক দল ছিল?

- (ক) ১১টি
- (খ) ৬টি
- (গ) ৮টি*
- (ঘ) ৪টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে ৮টি বিরোধীদল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে।
- দলটি আট দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করলে আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত হয়।
- DAC কর্তৃক ১৭ জানুয়ারি দাবি দিবস পালিত হয়। দাবি দিবসে ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে মিছিল বের করলে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন ও গুলিবর্ষণ শুরু হয়।
- এর প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৪। গণ-অভ্যুত্থান দিবস পালিত হয় কবে?

- (ক) ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯
- (খ) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
- (গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
- (ঘ) ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আইয়ুব মোনায়েম খানের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ১৯৬৯ সালে যে গণআন্দোলন গড়ে তোলে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান নিহত হলে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ২১ জানুয়ারি হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল এবং ২৩ জানুয়ারি মশাল মিছিল বের করে।
- এই মিছিলে কালো পতাকা এবং শহীদ আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে শহরে নগ্নপদে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে।

- ২৪ জানুয়ারি আবারো হরতাল ডাকে ছাত্রসমাজ। এদিন শহরে এবং গোটা দেশব্যাপী মানুষের ঢলে প্লাবিত হয় রাজপথ।
- এদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২৪ জানুয়ারি ছয় দফা দিবস পালিত হয়।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া।

৫। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ কে ছিলেন?

- (ক) মতিউর রহমান মল্লিক
- (খ) আসাদুজ্জামান*
- (গ) সার্জেন্ট জহরুল হক
- (ঘ) মুহম্মদ শামসুজ্জাহা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা হয় তা ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে রূপ নেয়।
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ হলেন আসাদুজ্জামান। অন্যান্য শহীদগণ হলেন:

নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আসাদুজ্জামান আসাদ	* গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ * শহীদ হন: ২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে * ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন
মতিউর রহমান মল্লিক	* শহীদ হন: ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে
সার্জেন্ট জহরুল হক	* শহীদ হন: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে * আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নং আসামী ছিলেন
মুহম্মদ শামসুজ্জাহা	* দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী * তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর * শহীদ হন ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক এবং বাংলাপিডিয়া।

৬। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

- (ক) বঙ্গবন্ধু*
- (খ) জাতির জনক
- (গ) জাতির পিতা
- (ঘ) বিশ্ববন্ধু

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান গণআন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে।
- ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার সংবর্ধনার সমাবেশে তদানীন্তন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
- ঐ সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানায় এবং ছয় দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়।
- তোফায়েল আহমদকে গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক বলা হয়।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৭। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন সংখ্যা কত ছিল?

- (ক) ৩০০টি
- (খ) ৩১০টি*
- (গ) ৩১৩টি
- (ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালের ২৬ মার্চ এক ভাষণে নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।
- অবশেষে ৭ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- এই নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

প্রাদেশিক পরিষদ

অঞ্চল	সাধারণ	সংরক্ষিত আসন	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০	৩১০

পশ্চিম পাকিস্তান	৩০০	১১	৩১১
---------------------	-----	----	-----

- প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৮টি আসন (সাধারণ ২৮৮ এবং মহিলা আসন ১০টি)।
- প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসনের ৭০.৪৮% পায় আওয়ামী লীগ।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

৮। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে কতটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে?

- (ক) ৯টি
- (খ) ১১টি*
- (গ) ১২টি
- (ঘ) ১৫টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- এ নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে ১১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।
- এ নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৫.০৯% এবং সমগ্র পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৭.৯৬%।
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিষদে সর্বোচ্চ আসন পায় আওয়ামী লীগ (১৬৭টি)।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পায় পাকিস্তান পিপলস পার্টি (৮৮টি)।
- এই নির্বাচনে মসলিম লীগের আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

৯। সত্তরের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সাধারণ আসন পেয়েছিল কতটি?

- (ক) ১৬৭টি
- (খ) ২৮৮টি
- (গ) ১৬০টি*
- (ঘ) ২৯৮টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন ছিল ১৬৯টি। এর মধ্যে সাধারণ আসন ১৬২টি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ৭টি।
- ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৬০টি এবং সংরক্ষিত মহিলা ৭টি আসনসহ মোট আসন পেয়েছিল ১৬৭টি।
- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে শতকরা ৯৮.৭টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১১ ভাগ লাভ করে।
- এর ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১০। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কোন আসন থেকে নির্বাচিত হন?

- (ক) গোপালগঞ্জ-১
- (খ) ফরিদপুর-৪
- (গ) ঢাকা-৮*
- (ঘ) ফরিদপুর-৮

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল মাইলফলক। এ নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ এবং জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র সাধারণ নির্বাচন।
- ১৯৭০ সালের এ নির্বাচনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পিছনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচিত হন।
- সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভের অন্যতম কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর উজ্জ্বল সংগ্রামী ভাবমূর্তি, 'ক্যারিসম্যাটিক লিডারশীপ, ৬ দফার জনপ্রিয়তা, জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার প্রভৃতি।'

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কত তারিখে?

- (ক) ২ মার্চ, ১৯৭১
(খ) ৩ মার্চ, ১৯৭১*
(গ) ১ মার্চ, ১৯৭১
(ঘ) ৭ মার্চ, ১৯৭১

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে।
- এ ঘোষণায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষোভ শুরু হয়। স্বাধিকার আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে।
- এই আন্দোলন শুরু করতে ইয়াহিয়া খান ২ ও ৩ মার্চ দুদিনের জন্য 'সাক্ষ্য আইন' জারি করেন।
- কিন্তু জনগণ তা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসলে মিছিলরত জনতার উপর গুলিবিদ্ধ হয়। এতে ১১৩ জন শহীদ হন।
- এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং তা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।
- এদিন পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ 'স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করেন।'

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১২। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গঠিত হয় কবে?

- (ক) ১ মার্চ*
(খ) ২ মার্চ
(গ) ৩ মার্চ
(ঘ) ৪ মার্চ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চার জন ছাত্রনেতা এক বৈঠকে বসে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন।
- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ হলেন:
১. নূরে আলম সিদ্দিকী: সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
২. শাহজাহান সিরাজ: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
৩. আ.স.ম. আব্দুর রব: সহ-সভাপতি, ডাকসু

- ৪. আব্দুল কুদ্দুস মাখন: সাধারণ-সম্পাদক, ডাকসু
- এই চারজন ছাত্র নেতাকে মুক্তিযুদ্ধের চার খলিফা বলা হতো।
- ২ মার্চ হরতাল চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।
- ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ।

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া এবং পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১৩। স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন কে?

- (ক) আ.স.ম আব্দুর রব
(খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
(গ) শাহজাহান সিরাজ*
(ঘ) নূরে আলম সিদ্দিকী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ গণসমাবেশে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রামের পক্ষ থেকে থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ।
- এ ইশতেহারে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে 'কৃষক শ্রমিকরাজ' কায়েম করার শপথ গ্রহণ করা হয়।
- এ ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক' ঘোষণা করা হয়।
- এ সমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এদিনই তিনি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দেন।
- এদিনে বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধি দেন ডাকসুর ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র, হাসান হাফিজুর রহমান।

১৪। নিচের কোন বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না?

- (ক) গণহত্যা তদন্ত
- (খ) সামরিক বাহিনী গঠন*
- (গ) সৈন্যদের ব্যারাকে প্রেরণ
- (ঘ) সামরিক আইন প্রত্যাহার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সামরিক সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।
- সারা দেশে নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে লক্ষ জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তা বিশ্ব ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে।
- এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ আহৃত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চারটি দাবী উপস্থাপন করেন। এগুলো হলো:
 - ১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার
 - ২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া
 - ৩. গণহত্যার তদন্ত করা এবং
 - ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।
- অপরদিকে, সামরিক বাহিনীর গঠন এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, (৯ম-১০ম) শ্রেণী।

১৫। "তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।"— এখানে কোন কথা রাখার ব্যাপারে বলা হয়েছে?

- (ক) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে
- (খ) জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের ব্যাপারে *
- (গ) সামরিক আইন প্রত্যাহারের বিষয়ে
- (ঘ) পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ (বিকাল ৩ : ২০/৩ : ৩০) ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এক ঐতিহাসিক জনসভায় বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান উদ্দাত্তকণ্ঠে যে ঘোষণা প্রদান

করেন তা বাঙালি জাতির ইতিহাসে অমরীয় দলিল এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ।

- ভাষণের শুরুর বাক্য ছিল: "ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভরাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।"
- এই ভাষণে তিনি ৪ দফা দাবিসহ আরো কিছু দাবি উপস্থাপন করেন।
- বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেন ১৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেয়ার জন্য কিন্তু ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।
- এর ফলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উল্লিখিত উক্তিটির মাধ্যমে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তথ্যসূত্র: ৭ মার্চের ভাষণ, পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১৬। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কে ছিলেন?

- (ক) লে. জেনারেল টিক্কা খান*
- (খ) মে. জেনারেল খাদিম হোসেন
- (গ) রাও ফরমান আলী
- (ঘ) ইয়াহিয়া খান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান।
- ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এস. এম. আহসানকে অপসারণ করে 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে কুখ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন।
- তার পরিকল্পনার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইটের' নামে ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন:

নাম	পদমর্যাদ
ইয়াহিয়া খান	প্রেসিডেন্ট
জেনারেল টিক্কা খান	পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর
রাও ফরমান আলী	পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক উপদেষ্টা
মে. জেনারেল খাদিম হোসেন	পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তা
এ. কে নিয়াজী	পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার অধিনায়ক

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

১৭। 'অপারেশন জ্যাকপট' অভিযান পরিচালিত হয় কবে?

- (ক) ২৫ মার্চ
- (খ) ২৬ মার্চ
- (গ) ১৪ আগস্ট
- (ঘ) ১৫ আগস্ট*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডাররা বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে অত্যন্ত অল্প সময়ে যুদ্ধের গতি সম্পর্কে বিশ্বকে ধারণা দিতে সক্ষম হয়।
- ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত নৌ-কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচিত।
- এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে মংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর ২৬টি পণ্য এ জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।
- মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধাঞ্চলকে যে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এর মধ্যে ১০ নং সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো। এ সেক্টরের কোন নির্দিষ্ট সেক্টর কমান্ডার ছিল না।
- দুটি গানকে সংকেত ধরে এই অপারেশন পরিচালনা করা হত।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন অন্যান্য অপারেশন হলো:

অপারেশন	সংঘটনের সময়
অপারেশন সার্চলাইট	২৫ মার্চ মধ্যরাত
অপারেশন বিগ বার্ড	২৬ মার্চ প্রথম প্রহর
অপারেশন ক্লোজ ডোর	শেষ হয় ১৭ মার্চ ১৯৭২

তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া।

১৮। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন কে?

- (ক) শেখ মুজিবুর রহমান
- (খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- (গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম*
- (ঘ) ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হলো প্রথম বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ঘোষণা প্রবাসী মুজিবনগর সরকার পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর হয় এবং ১৯৭২ সালে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঘোষণা দেশের সংবিধান হিসেবে কার্যকর ছিল।
- ঘোষণাপত্রটি জারি করেন তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- এটি পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। তিনি মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের প্রধান ছিলেন।
- এটি রচনা করেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম।

তথ্যসূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম তফসিল এবং বাংলাপিডিয়া।

১৯। মুক্তিযুদ্ধের সময় আট নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন—

- (ক) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং মেজর এম. এ. মঞ্জুর*
- (খ) মেজর কে. এম শফিউল্লাহ এবং মেজর এম. এ. মঞ্জুর
- (গ) মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং মেজর এটিএম হায়দার
- (ঘ) মেজর নাজমুল হক এবং কাজী নুরুজ্জামান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালের (১১-১৭) জুলাই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।
- ১১টি সেক্টরের অধীনে ১৬ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। নিচে তাদের নাম ও দায়িত্বাধীন সেক্টর দেওয়া হলো:

সেক্টর	নাম
এক	মেজর জিয়াউর রহমান (১০ এপ্রিল-১০ জুন) মেজর রফিকুল ইসলাম (১১ জুন-১৬ ডিসেম্বর)
দুই	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এটিএম হায়দার (অক্টোবর-ডিসেম্বর)

তিন	মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
চার	মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত (এপ্রিল-ডিসেম্বর)
পাঁচ	মেজর মীর শওকত আলী (এপ্রিল-ডিসেম্বর)
ছয়	উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার (জুন-ডিসেম্বর)
সাত	মেজর নামজুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) মেজর কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর)
আট	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) মেজর এম এ মঞ্জুর (জুলাই-ডিসেম্বর)
নয়	মেজর এম এ জলিল (জুন-ডিসেম্বর)
দশ	কোন নির্দিষ্ট কমান্ডার ছিল না
এগার	মেজর আবু তাহের (আগস্ট-নভেম্বর) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

২০। ১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়?

- (ক) মর্নিং নিউজ
- (খ) নিউস উইক
- (গ) নিউইয়র্ক টাইমস
- (ঘ) ডেইলি টেলিগ্রাফ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র।
- বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।
- জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে তিনি গণহত্যার ছবিগুলো লন্ডনে প্রেরণ করেন।
- তাঁর পাঠানো এবং Daily Telegraph এর ৩০ মার্চ সংবাদের শিরোনাম ছিল: 'ট্যাংক দিয়ে পাকিস্তানে

বিদ্রোহ দমন করা হচ্ছে: ৭০০০ নিহত, ঘরবাড়ি জম্মীভূত।'

- তাঁকে ২০১২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- তিনি ২০২১ সালের ১৬ জুলাই রোমানিয়ার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু বরণ করেন।

তথ্যসূত্র: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

২১। 0.025 এর শতকরা 1 ভাগ কত?

- (ক) 0.025
- (খ) 0.0025
- (গ) 0.00025*
- (ঘ) 0.000025

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 0.025 এর $\frac{1}{100}$
 $= 0.00025$ (উত্তর)

২২। 2.5 কোন সংখ্যার 0.5?

- (ক) 225
- (খ) 125
- (গ) 500*
- (ঘ) 250

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংখ্যাটির 0.5% = 2.5

$$" \quad 1\% = \frac{2.5}{0.5}$$

$$" \quad 100\% = \frac{2.5 \times 100}{0.5} = 500 \text{ (উত্তর)}$$

২৩। কোনো বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ৫০% বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে—

- (ক) ৫০%
- (খ) ১০০%
- (গ) ১২৫%*
- (ঘ) ১৫০%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি, বর্গের একবাহু = x একক
 \therefore বর্গের ক্ষেত্রফল = x^2 বর্গ একক

$$৫০\% \text{ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি } x \text{ এর } ৫০\% = \frac{x}{2} \text{ একক}$$

$$\therefore \text{ নতুন দৈর্ঘ্য } = \left(x + \frac{x}{2} \right) = \frac{3x}{2} \text{ একক}$$

$$\therefore \text{নতুন ক্ষেত্রফল} = \left(\frac{3x}{2}\right)^2 = \frac{9x^2}{4} \text{ বর্গ একক}$$

$$\text{ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি} = \frac{9}{4}x^2 - x^2 = \frac{5x^2}{4} \text{ বর্গ একক}$$

$$\therefore \text{শতকরা ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি} = \left(\frac{5x^2}{4} \times \frac{100}{x^2}\right) \%$$

$$= 125\% \text{ (উত্তর)}$$

২৪। চিনির মূল্য ১০% কমে যাওয়ায় চিনির ব্যবহার শতকরা কত ভাগ বাড়ালে চিনি বাবদ খরচ একই থাকবে?

(ক) ৮%

(খ) $8\frac{1}{3}\%$

(গ) ১০%

(ঘ) $11\frac{1}{3}\%$ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১০% কমে, পূর্বমূল্য ১০০ টাকা হলে, বর্তমান মূল্য $(100 - 10) = 90$ টাকা
বর্তমান মূল্য ৯০ টাকা হলে পূর্বমূল্য ১০০ টাকা

$$\therefore \text{ " " ১ " " " " } \frac{100}{90} \text{ "}$$

$$\therefore \text{ " " ১ " " " " } \frac{100 \times 100}{90} \text{ "}$$

$$= 111\frac{1}{3} \text{ টাকা}$$

\therefore চিনির ব্যবহার বাড়ানো যাবে

$$= \left(111\frac{1}{3} - 100\right) \% = 11\frac{1}{3} \text{ টাকা (উত্তর)}$$

২৫। ৪ টাকায় ৫টি করে কিনে ৫ টাকায় ৪টি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

(ক) ৪৫%

(খ) ৪৮.৫০%

(গ) ৫২.৭৫%

(ঘ) ৫৬.২৫%*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$$\text{শতকরা লাভ} = \frac{\text{ক্রয় সংখ্যা} - \text{বিক্রয় সংখ্যা}}{\text{বিক্রয় সংখ্যা}} \times 100$$

$$= \frac{5 - 4}{4} \times 100 = \frac{1}{4} \times 100$$

$$= 25\% \text{ (উত্তর)}$$

২৬। কুসুমের আয় মুকুলের আয় অপেক্ষা ২৫% বেশি। মুকুলের আয় কুসুমের আয় অপেক্ষা কত % কম?

(ক) ২০%*

(খ) ২৫%

(গ) ১০%

(ঘ) ১৫%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি, মুকুলের আয় ১০০ টাকা

\therefore কুসুমের আয় ১২৫ টাকা

এখন,

কুসুমের আয় ১২৫ টাকা হলে মুকুলের আয় ১০০ টাকা

$$\therefore \text{ " " ১ " " " " } \frac{100}{125} \text{ "}$$

$$\therefore \text{ " " ১ " " " " } \frac{100 \times 100}{125} \text{ "}$$

$$= 80 \text{ টাকা}$$

\therefore মুকুলের আয় কুসুমের আয় অপেক্ষা কম $(100 - 80)$ বা ২০ ভাগ। (উত্তর)

২৭। একজন ফল বিক্রেতা ৩০% আপেল বিক্রি করল এবং তার নিকট আরও ৬৩০টি আপেল আছে। সে সর্বমোট কতগুলো আপেল কিনেছিল?

(ক) ৩০০

(খ) ৪০০

(গ) ৫০০

(ঘ) ৯০০*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- এখানে, ৩০% আপেল বিক্রি করার ফলে তার নিকট রইল $(100 - 30)\% = 70\%$

প্রশ্নমতে,

$$70\% = 630$$

$$1\% = \frac{630}{70}$$

$$100\% = \frac{630 \times 100}{70}$$

$$= 900 \text{ টি (উত্তর)}$$

২৮। চালের মূল্য ১২% কমে যাওয়ায় ৬,০০০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ১ কুইন্টাল চাল বেশি পাওয়া যায়। ১ কুইন্টাল চাল এর বর্তমান মূল্য কত?

- (ক) ৭৫০ টাকা
(খ) ৭৫ টাকা
(গ) ৭০০ টাকা
(ঘ) ৭২০ টাকা*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১২% হ্রাসে, $100 - 12 = 88$
পূর্বমূল্য ১০০ টাকা হলে বর্তমান মূল্য ৮৮ টাকা
 \therefore " ৬০০০ " " " $\frac{88 \times 6000}{100}$ "
 $= 5280$ টাকা
 \therefore ১ কুইন্টাল চালের দাম = $(6000 - 5280)$ টাকা
 $= 720$ টাকা (উত্তর)

২৯। চিনির মূল্য ২০% কমলো কিন্তু চিনির ব্যবহার ২০% বৃদ্ধি পেল। এতে চিনি বাবদ ব্যয় শতকরা কত বাড়লো বা কমলো?

- (ক) ১% বাড়লো
(খ) ২% কমলো
(গ) ৪% কমলো*
(ঘ) ৫% বাড়লো

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ২০% কমে চিনির মূল্য = $(100 - 20) = 80$ টাকা
চিনির ব্যবহার ২০% বাড়ায়,
১০০ টাকায় স্থলে চিনি ব্যবহার হয় ১২০ টাকার
 \therefore ১ " " " " $\frac{120}{100}$ "
 \therefore ৮০ " " " " $\frac{120 \times 80}{100}$ "
 $= 96$ টাকা
 \therefore চিনি বাবদ ব্যয় কমলো = $(100 - 96) = 4$ টাকা
 \therefore ৪% কমলো (উত্তর)

৩০। একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৫% বৃদ্ধি করলে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

- (ক) ৫%*
(খ) ১০%
(গ) ১০%
(ঘ) ২৫%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ১০০ একক এবং প্রস্থ ১০০ একক হলে,

ক্ষেত্রফল = $(100 \times 100) = 10000$ বর্গ একক
৫% বৃদ্ধিতে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য $(100+5)=105$ একক
পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল = $(105 \times 100) = 10500$ বর্গ একক
ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে = $(10500 - 10000)$ বর্গ একক
 $= 500$ বর্গ একক
ক্ষেত্রফল ১০০০০ বর্গ একক সাপেক্ষে বৃদ্ধি হয় ৫০০ একক বর্গ

ক্ষেত্রফল ১ বর্গ একক সাপেক্ষে বৃদ্ধি হয় $\frac{500}{10000}$ বর্গ একক
ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গ একক সাপেক্ষে বৃদ্ধি হয় $\frac{500 \times 100}{10000}$ বর্গ একক = ৫ বর্গ একক (উত্তর)

৩১। $x^2 - 11x + 30$ এবং $x^3 - 4x^2 - 2x - 15$ এর গ.সা.গু কত?

- (ক) $x - 5$ *
(খ) $x - 6$
(গ) $x^2 + x + 3$
(ঘ) $x^2 - x + 3$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রথম রাশি: $x^2 - 11x + 30$
 $= x^2 - 6x - 5x + 30$
 $= x(x - 6) - 5(x - 6)$
 $= (x - 6)(x - 5)$
এখন দ্বিতীয় রাশি: $x^3 - 4x^2 - 2x - 15$ তে $x = 5$ বসালে মান শূন্য হয়।
 $\therefore (x - 5)$ একটি উৎপাদক
 \therefore গ.সা.গু = $x - 5$ (উত্তর)

৩২। $\frac{2}{5}$ এবং $\frac{5}{9}$ এর গ.সা.গু কত?

- (ক) $\frac{1}{85}$ *
(খ) $\frac{2}{85}$
(গ) $\frac{9}{85}$
(ঘ) ৪৫

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $\frac{2}{5}$ ও $\frac{5}{9}$ এর গ.সা.গু = ১ এবং
 $\frac{5}{9}$ ও $\frac{1}{85}$ এর ল.সা.গু = ৪৫
 $\therefore \frac{2}{5}$ এবং $\frac{5}{9}$ এর গ.সা.গু = $\frac{1}{85}$

৩৩। দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৬ এবং তাদের গ.সা.গু ৪ হলে ল.সা.গু কত?

- (ক) ১২০*
(খ) ১৫০
(গ) ১৮০
(ঘ) ২৪০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধরি, সংখ্যা দুটি $5x$ ও $6x$
 $5x$ ও $6x$ এর গ.সা.গু x
 $\therefore x = 8$
 $\therefore 5x$ ও $6x$ এর ল.সা.গু = $30x$
 $= 30 \times 8 = 120$ (উত্তর)

৩৪। কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪, ৩৬ এবং ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে?

- (ক) ৮৯
(খ) ১৪১*
(গ) ২৪৮
(ঘ) ১৭০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে ৩৪, ৩৬ এবং ৪৮ ল.সা.গু থেকে ৩ কম।

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 28, 36, 48} \\ 2 \overline{) 12, 18, 24} \\ 2 \overline{) 6, 9, 12} \\ 3 \overline{) 3, 9, 12} \\ 1, 3, 2 \end{array}$$
 $28, 36$ ও 48 এর ল.সা.গু = $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 = 144$
 \therefore নির্ণেয় লঘিষ্ঠ সংখ্যা = $144 - 3 = 141$ (উত্তর)

৩৫। নিচের কোন পূর্ণ সংখ্যাটিকে ৩, ৪, ও ৫ এবং ৬ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ অবশিষ্ট থাকে?

- (ক) ৪৮
(খ) ৫৪
(গ) ৫৮*
(ঘ) ৬০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- $$\begin{array}{r} 2 \overline{) 3, 4, 5, 6} \\ 3 \overline{) 3, 6, 9, 12} \\ 1, 2, 3, 4 \end{array}$$
 $3, 4, 5$ এবং 6 এর ল.সা.গু
 $= 2 \times 3 \times 2 \times 5 = 60$

$$3 - 1 = 2; \quad 8 - 2 = 2$$

$$5 - 3 = 2; \quad 6 - 8 = 2$$

৩, ৪, ৫ ও ৬ এর ল.সা.গু হতে ২ বিয়োগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাই হবে নির্ণেয় সংখ্যা।

সুতরাং নির্ণেয় সংখ্যা = $60 - 2 = 58$ (উত্তর)

৩৬। কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ২৭, ৪০ ও ৬৫ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ ভাগ শেষ হবে?

- (ক) ১০
(খ) ১২*
(গ) ১৪
(ঘ) ১৬

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বৃহত্তম সংখ্যাটি হবে $(27 - 3)$ বা 24 , $(40 - 4)$ বা 36 এবং $(65 - 5)$ বা 60 এর গ.সা.গু।
 $24, 36, 60$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 36 \\ 60 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 36 \\ 60 \end{array}$$

\therefore নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যা ১২ (উত্তর)

৩৭। কোনো বাসস্ট্যান্ড থেকে ৪টি বাস একটি নির্দিষ্ট সময় পর যথাক্রমে ১০ কি.মি., ২০ কি.মি., ২৪ কি.মি. ও ৩২ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। কমপক্ষে কত দূর পথ অতিক্রম করার পর বাস চারটি একত্রে মিলিত হবে?

- (ক) ৪০০ কি.মি.
(খ) ৪৮০ কি.মি.*
(গ) ৪৫০ কি.মি.
(ঘ) ৩৮০ কি.মি.

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- এখানে, ১০ কি.মি., ২০ কি.মি., ২৪ কি.মি. ও ৩২ কি.মি. এর ল.সা.গু হবে নির্ণেয় পথের দূরত্ব

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 10, 20, 24, 32} \\ 2 \overline{) 5, 10, 12, 16} \\ 2 \overline{) 5, 5, 6, 8} \\ 5 \overline{) 5, 5, 3, 4} \\ 1, 1, 3, 4 \end{array}$$

\therefore নির্ণেয় ল.সা.গু = $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 480$

∴ নির্ণেয় পথের দূরত্ব ৪৮০ কি.মি। সুতরাং
কমপক্ষে ৪৮০ কি.মি. পথ অতিক্রম করার পর বাস
চারটি একত্রে মিলিত হবে। (উত্তর)

৩৮। কোন বাহিনীতে যদি আরও ১১ জন সদস্য
নিয়োগ করা যেত, তাদেরকে ২০, ২০, ৪০, ৫০ ও
৬০ সারিতে দাঁড় করানো যেত। ঐ বাহিনীতে
সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

- (ক) ৫৯১
(খ) ৫৮১
(গ) ৫৮৯*
(ঘ) ৫৭৯

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নির্ণেয় সদস্য সংখ্যা ২০, ২০, ৪০, ৫০ ও ৬০ এর
ল.সা.গু অপেক্ষা ১১ কম।

৫	২০, ২০, ৪০, ৫০, ৬০
২	৪, ৪, ৮, ১০, ১২
২	২, ২, ৪, ৫, ৬
	১, ১, ২, ৫, ৩

∴ সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু = $৫ \times ২ \times ২ \times ২ \times ৫ \times ৩$
= ৬০০

∴ সদস্য সংখ্যা = ৬০০ - ১১ = ৫৮৯ (উত্তর)

৩৯। কতজন বালককে ১২৫টি কমলালেবু ও
১৪৫টি কলা সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া যায়?

- (ক) ৫ জনকে*
(খ) ২৫ জনকে
(গ) ১৫ জনকে
(ঘ) ১০ জনকে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১২৫ ও ১৪৫ এর ল.সা.গুই হবে নির্ণেয় সংখ্যা
১২৫)১৪৫(১

$$\begin{array}{r} ১২৫ \\ ২০)১২৫(৬ \\ \underline{১২০} \\ ৫)২০(৪ \\ \underline{২০} \\ ০ \end{array}$$

∴ নির্ণেয় বালকের সংখ্যা ৫। (উত্তর)

৪০। একটি ১২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৭০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট
আয়তাকার ঘরের মেঝেকে বর্গাকার টাইলস দিয়ে
সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে হবে। সর্বোচ্চ সাইজের
বর্গাকার টাইলসের সংখ্যা কত হবে?

- (ক) ১১টি
(খ) ৫টি
(গ) ১০টি*
(ঘ) ১৫টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১২০ ও ৭০ এর গ.সা.গু ই হবে সর্বোচ্চ বর্গাকৃতির
টাইলসের সংখ্যা

$$\begin{array}{r} ৭০)১২০(১ \\ \underline{৭০} \\ ৫০)৭০(১ \\ \underline{৫০} \\ ২০)৫০(২ \\ \underline{৪০} \\ ১০)২০(২ \\ \underline{২০} \\ ০ \end{array}$$

১২০ ও ৭০ গ.সা.গু = ১০

∴ নির্ণেয় টাইলসের সংখ্যা = ১০টি। (উত্তর)